আহ্বায়ক সংগঠনসমূহ

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● এ বি টি এ ● এ বি পি টি এ ● আই এন টি ইউ সি ● জয়েন্ট কাউন্সিল ● যুক্ত কমিটি ● স্টিয়ারিং কমিটি ● পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশন ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● ইউনিটি ফোরাম ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব এ্যাকশান অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি ● সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন ● বি পি টি এ ● বি টি ই এ ● পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ ● প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ ● কে এম সি মজদুর ইউনিয়ন ● কে এম সি ক্লার্কস ইউনিয়ন ● কে এম সি ইঞ্জিনীয়ার্স এন্ড এ্যালায়েড সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ● পৌর শিক্ষক ও কর্মী সংঘ ● পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক সমিতি ● অল বেঙ্গল প্যারা মেডিক্যাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নার্সেস ইউনিটি ● পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্মচারী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

দাবীসমূহ

১। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত, শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ৪৮% মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে।

২। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি অবিলম্বে গঠন করতে হবে এবং বেতন কমিশন / কমিটির সুপারিশসমূহ ১ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে কার্যকরী করতে হবে।

৩। হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বদলী রদ এবং সংগঠনের নেতৃত্বের অভিসন্ধিমূলক বদলীর আদেশনামা বাতিল করে পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) অবশিষ্ট কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ দ্রুত কার্যকর করতে হবে। সরকারী পরিষেবা ও নিয়ন্ত্রণে সকল শ্রমিক-কর্মচারীসহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে। স্থায়ী গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের নতুন আদেশনামা বাতিল করতে হবে।

৫। স্থায়ী প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধসংস্থায় সর্বস্তরে শূন্যপদগুলি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। পি এস সি-র পরিকাঠামো খর্ব করা চলবে না। শিক্ষার অধিকার আইন বা অন্য কোনো অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা যাবে না। স্থায়ীপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। সর্বস্তরে পদসমূহ পি এস সি-র মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৬। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীসহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারীদের (১০ বছরের বেশী চাকুরীকাল) রেগুলার এ্যাস্টাব্লিসমেন্টে যুক্ত করতে হবে।

৭। ধর্মঘট সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমাজবিরোধীদের হামলা বন্ধ করতে হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং পঞ্চায়েত, বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের হেলথ্ স্কীম-২০০৮-এ যুক্ত করতে হবে। কোন মতেই এই অংশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ই এস আই-তে যুক্ত করা চলবে না। ক্যারিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং বোর্ড-কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের যুক্ত করতে হবে।

৮। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু কর।

৯। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রম আইনসমূহ সংশোধনের অপচেষ্টা বন্ধ কর। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা মজুরী চালু করতে হবে।

যৌথ মঞ্চের ওয়ার্কিং টিমের আহ্বায়ক মনোজ কান্তি গুহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিও-প্রিন্ট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।